প্রেমের জেপলিন।

(রঙ্গনাট্য)

স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

প্রথম অভিনয় রজনী ২৩শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩২২ সাল।
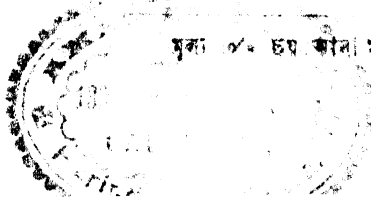
শ্রাবণ, সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

প্রকাশক—শ্রী[illegible]কুমার শীল।
শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী
১১১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
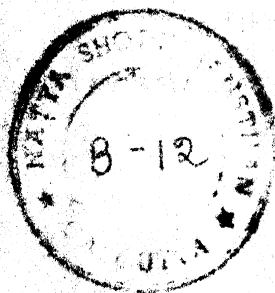
দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ দত্ত।
কুসুমিকা প্রেস
৪৭নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঙ্গোক্ত পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষ।

হরিমিত্র …	… উকিল।
ভবানী …	… ধনাঢ্য যুবক।
অবনী …	… ভবানীর জ্ঞাতি ভ্রাতা।
শরৎ …	… হরিমিত্রের ভাগ্নী জামাই।
নারায়ণ ভট্টাচার্য্য …	… পুরোহিত।
ভৈরব …	… হরিমিত্রের ভৃত্য।
গদা …	… ভবানীর ভৃত্য।
মেধো …	… অবনীর ভৃত্য।

বেহারাগণ, মাঝি ইত্যাদি।

স্ত্রী।

গিন্নী …	… হরিমিত্রের স্ত্রী।
প্রমোদা …	… ঐ ভাগিনেয়ী (শরতের স্ত্রী)
সুভাষিণী …	… ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা।
সুহাসিনী …	… ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
ঝিন্দি …	… ঐ ঝি।

প্রতিবেশিনীগণ, জোটার রমণীগণ, হিন্দুস্থানী রমণীগণ, বাইজী ইত্যাদি।

প্রেমের জেপ্‌লিন।

১৩২১ সাল, ২৩শে মাঘ, শুক্রবার, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

নাট্যাচার্য্য	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ ...	স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সঙ্গীতাচার্য্য	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শিক্ষক	স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সহকারী শিক্ষক ...	পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
রঙ্গালয় সজ্জাকর ...	শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালিত।
হরিমিত্র	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
ভবানী	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
অবনী	স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
শরৎ	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু।
নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ...	শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত।
ভৈরব	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী (হাস্যার্ণব)।
গদা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
মেধো	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস।
গিন্নী	শ্রীমতী চুণীবালা।
প্রমোদা	শ্রীমতী কুসুম কুমারী।
সুভাষিণী	শ্রীমতী চারুবালা।
সুহাসিনী	শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী (ছোট)।
বিন্দি	শ্রীমতী পান্নারাণী।

প্রেমের জেপ্লিন।

প্রস্তাবনা।

"পিরীতি বলিয়ে তিনটী আখর ভুবনে সৃজিল কে?"
নহে মহাজন—সে যে মহাযম, কি না পারে বল সে!
ভীষণ মূরতি "পিরীতি-পেরেত্তে" ভর করে যার কাঁধে,—
(তার) সোণাপানা মুখ পুড়ে হয় কালি,
(ও সে) প'ড়ে প'ড়ে খালি কাঁদে,
কখনই বা রাঁধে—চুলই বা বাঁধে,—
কখনই বা খায় ভাত।
(তার) অচল অবশ অষ্ট অঙ্গ—
কাষ্ঠ যেন পা হাত॥
ওগো—পিরীতি বিষম রোগ;—
সাল্‌সা ওষুধে—বাগ নাহি মানে, এমন করমভোগ!
ভিটে মাটী চাটি পিরীতির দায়ে—
হয়তো বা জেলে বাস,
দাদা অধম—খুন জখম,—এরি তরে বারোমাস!

আফিং কি বিষে, কি দড়ী ও কলসে—জুড়ায় পিরীতি-জ্বালা,
হরি হরি বোলে—তুলিয়া পটলে সাঙ্গ করে গো পালা!
পিরীতি কোরোনা—করিতে দিওনা,—
দেখিবে যেখানে ছুটী—
পাশে বোসে ঘেঁসে—প্রেম করে হেসে,
(অমি) ধর দুজনারই ঝু'টী।
উঠে খুব রুখে—দিয়ে মাথা ঠুকে,—
বলিও কথাটী এ,—
"পিরীতি ক'র'না—জ্যান্তে মোরোনা—
নাগর নাগরী হে!!!"

প্রথম দৃশ্য।

বাসাবাটীর কক্ষ।

[দুইপার্শ্বে দুইটী ছোট তক্তাপোসের উপর বিছানা। তাহাদের সম্মুখে দুইটী ছোট ছোট টেবিল—দুইটী ঘড়ি, খান কতক পুস্তক, জলের কাঁচের গেলাস—দোয়াত ও কলম ইত্যাদি।

"অবনী" ও "ভবানী" দুইটী শয্যায় তাকিয়া ঠেস দিয়া উপবিষ্ট। অবনী পুস্তক পাঠে নিমগ্ন,—ভবানী আর্সী চিরুণী লইয়া তেড়ী কাটিতে ব্যস্ত]

ভবানী। কিরে অবা,—তুই যে দেখ্‌ছি বাড়ী যাবার গা-ই ক'চ্ছিস্‌নি! কি রকম বল্‌ দিকি?

অবনী। তোমার কি মনে হয়—আমি মাঠে ব'সে কোদাল পাড়্‌ছি! এটাও কি বাড়ী নয়?

ভবানী। ভারি "জ্যাঠা" হয়েছিস্‌—না?

অবনী। তবু ভাল—"জ্যাঠা" বলে মান রেখেছ! বেশী বকর বকর্‌ কোরোনা—চন্দ্রশেখরের পাতাকটা বাকি আছে—শেষ করে নিই!

ভবানী। ভ্যালা মুস্কিল রে বাবা! এক্‌জামিন হ'য়ে গেছে, কলেজ বন্ধ হয়েছে, নিজের দেশ ভুঁই রয়েছে,—দিনকতক গিয়ে ঘুরে আস্‌গে,—তা নয়,—এই বাসাবাড়ীতে পড়ে "চন্দ্রশেখর" পড়া হচ্ছে! আমার গুষ্টির পিণ্ডি চট্‌কানো হচ্ছে।

অবনী। সেটাই বা মন্দ কি হচ্ছে! তুমি যে ছেলে জন্মেছ—তাতে তো আর গুষ্টিতে কেউ পিণ্ডি পেলেনা; খালি একটু চন্দ্রশেখর পড়ে আমার দ্বারায় যদি সে কার্য্যটা হয়ে যায়—মন্দ কি? তাতে তো তোমারি লাভ!

ভবানী। বুঝিছি—কল্‌কাতায় থেকে বড্ড রস বিধেছে! দেশে যেতে আর পা ওঠেনা—কেমন?

অবনী। চমৎকার—চমৎকার মেধা! তোমায় হ্যাদা-মারা কোন শালা বলে! এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ দাদা!

আচ্ছা—বড্ড যে সেই ওবধি মুরুব্বিয়ানা ঝাড়ছ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—তুমি এখানে পড়ে পড়ে কার মাথাটা কিন্‌ছ? তুমিও তো স্বচ্ছন্দে দেশে ফিরে যেতে পার!

ভবানী। আমার এখানে দরকার আছে। নইলে সে ছেলেই আমি নয়—যে দেশের অমন Palace ছেড়ে এই এঁদোপড়া Messএর বাড়ীতে পড়ে থাকি।

অবনী। দরকার আমারও যে নেই তোমায় কে বল্লে? তোমারও যা দরকার—আমারও তাই দরকার—

ভবানী। আমি আছি মাম্‌লা মকর্দ্দমার জন্যে,—তাইতেই তো হামেশা হরি মিত্তির উকীলের বাড়ীতে যাতায়াত করি।

অবনী। তোমারও মাম্‌লা আছে—আমারও মাম্‌লা অবিশ্যি থাক্‌তে পারে! আর না থাক্‌লেও একটা False মাম্‌লা লাগাতেই বা কতক্ষণ?. তুমিও যে দেশের লোক—বনবিষ্ণুপুর,—আমিও তো সেই দেশের লোক! তায়—জ্ঞাতি সম্পর্ক! তোমারও মাথার ওপোর বাপ মা নেই—আমারও মাথার ওপোর "ডিটো" (Ditto)!—সুতরাং তুমি বাড়ী যাও,—আমিও যাব! তুমি র'য়ে যাও—আমিও এই চেপে বস্‌লুম।

ভবানী। তুই মর্‌গে যা।

অবনী। তুমি কবরে যাও।

ভবানী। (আপন মনে) যা ভাব্‌ছেন--তা হচ্ছেনা! সে গুড়ে বালি, ভবানী বোসের ওপোর চাল দেয়,—এমন ছেলে এখনও মাতৃগর্ভে!

অবনী। (আপন মনে) অবনী বোসের চেয়ে "কেলেবর" (Clever) ব্যক্তি এখনও হরিণবাড়ীর জেলে ঘানি টান্‌ছে বাবা!

ভবানী। কাকে বল্‌ছিস্?

অবনী। তুই কাকে বল্‌ছিস্?

ভবানী। কি বল্‌ছি?

অবনী। আমিও—"কি"?

ভবানী। দ্যাখ্ অবা—ফের্ যদি আমার সঙ্গে কথা কইবি——

অবনী। দ্যাখ্ ভবা—ফের্ যদি তুই আমার দিকে ফিরেও চাইবি——

ভবানী। All right! গদা——

(নেপথ্যে গদা)—আজ্ঞে—যাই।

অবনী। বহুৎ আচ্ছা! মেধো——

(নেপথ্যে মেধো)—আজ্ঞে—এই গেলাম।

ভবানী। ব্রাণ্ডির বোতোলটা নিয়ে আয়।

অবনী। সিগারেটের কেস্‌টা কোথা রাখ্‌লি রে?

(গদার ব্রাণ্ডির বোতল ও গেলাস লইয়া ভবানীর কাছে দণ্ডায়মান)

(মেধোর সিগারেট ও দেশলাই লইয়া অবনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান)

ভবানী। দ্যাখ্ গদা! আজ আমার বিশেষ একটু বরাৎ আছে; হয়তো রাত্রে না—ও ফির্তে পারি! ঠাকুরকে বলিস্—আমার খাবারটা এই পাশে রেখে দেয়। হয়তো অনেক রাত্রে ফির্লেও ফির্তে পারি।

অবনী। মেধো! ঠাকুরকে বলিস্—আমার যেন খাবার না রাখে! আমি থিয়েটার দেখ্তে যাচ্ছি! আস্তে কত রাত হয়—তার ঠিক্ নেই! নেহাৎ রাত থাক্তে যদি ফিরি—দোকানের খাবার কিনে এনে নিয়ে এসে খাব এখন! বুঝলি?

(উভয়ের চাকরদ্বয় কর্ত্তৃক সাজ সজ্জায় মনোনিবেশ)

ভবানী। গদা! শোন্—এই দিকে! (চুপি চুপি) উকীলের বাড়ী থেকে সেই চাকর ব্যাটা এসেছে না?

গদা। এজ্ঞে————

ভবানী। তাকে লুকিয়ে বসিয়ে রেখেছিস্ তো?

গদা। এজ্ঞে ————

ভবানী। অবনী বাবু বেরিয়ে গেলেই তাকে এই ঘরে নিয়ে বসাবি—আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

[গদা ও ভবানীর প্রস্থান]

অবনী। যাক্ ব্যাটা (cadaverous)! রাজ্যের মতন আজ্ নিশ্চিন্তি! খাঁটি মাটি খেয়ে কোথাও পড়ে থাক্‌বে এখন! আজ বিন্দি ঝি বেটীর কাছ থেকে হাল্‌টা জেনে নিতে হবে! হ্যাঁরে মেধো!

মেধো। বাবু!

অবনী। উকীল বাবুর সেই বুড়ো ঝি বেটী কখন্ আস্‌বে বলে গেল?

মেধো। সে কি আর কিছু ব'ল্‌তে পাল্লেন? যখুনি তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে আসে,—তখুনি ঐ বাবু ঘরের মধ্যেই থাকে,—কাজেই মাগী আপনাকে গাল্ পাড়্‌তে পাড়্‌তে চলে যায়।

অবনী। আমাকে গাল পাড়ে? সে কি রে?

মেধো। এজ্ঞে—আপনাকে "মর্ মুখপোড়া—ছোঁড়া টোঁড়া" কত কি বলেন! আর ঐ বাবুকে খাস্ বাপন্তি অব্দি করে।

অবনী। তুই একবার চট্ করে তাকে খবর দিতে পারিস্? আমি এখুনি ঘুরে আস্‌ছি,—এলুম্ বলে।

মেধো। সে মাগী বড় দুর্দ্দান্ত—বাবু! এখেনে এসে যদিস্যাৎ আপনাকে দেখ্‌তে না পায়—আমার বাপের মুখ আর রাখ্‌বেনি—

অবনী। আরে—নারে ব্যাটা—যানা—

মেধো। যাচ্ছি! মাগী ঐ সাম্‌নে মুদীর দোকানে বসে তামুক খাচ্ছে দেখিছি—

অবনী। সে মাগী নয় বাবা—সে "মা-গা"! তুই ডেকে আন্। [উভয়ের প্রস্থান]

(ভৈরব ও গদার পুনঃপ্রবেশ)

ভৈরব। গদ্-দা! বাবু এখুনি ফিরবে তো! নইলে আমি বেশী আর রাত কর্ত্তে পার্‌বনা!

গদা। আরে তুমি ভাবছ কেনে ভরু-দা, তোমার জন্যে বাবু যে একেবারে হন্যে হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! তুমি ঐ বাবুটার বিছানাটায় পা তুলে চোদ্দপো হ'য়ে বোসো—শোও! একটু তামাক সেজে আনি খাও! আচ্ছা—ভরু-দা! ব্যাপারটা কি বল দিকি—

(অবনীর বিছানায় ভৈরবের উপবেশন)

ভৈরব। ব্যাপার বড় গোলযোগ নেগে গ্যাছে! একটা দিদিমণির দুটো "নাগর" জুটেছে! তুই যাঁড়ে নড়ুই,—কে

হারে—কে জেতে! যা হোক্‌—ভৈরব মোড়োলের কিছু এলেই হ'ল।

(ভবানীর পুনঃ প্রবেশ)

ভবানী। এই যে ভৈরবচন্দ্র এসে ব'সে আছে! থাক—থাক—ঐ বিছানায় বোসো! সে হতভাগাটা এখন আর ফিচ্ছে না।

(নিজ শয্যায় উপবেশন)

ভৈরব। এজ্ঞে—তা যখন আপনি অবজ্ঞা ক'চ্ছেন,—তখন এইখেনেই বসি! আপনার চাকর বই তো নয়।

ভবানী। ব্যাপার কি বল দিকি ভৈরব! উকীল বাবু তো তোমার দিদিমণির সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজী,—তবে এখনও পাকাপাকি হ'চ্ছে না কেন?

ভৈরব। বাবু রাজী হলে কি হবে? মাঠাকৃরুণ—বড় দিদিমণি আর সব মেয়েরা যে মোটেই গা দিচ্ছে না!

ভবানী। বড় দিদিমণি বাগ্‌ড়া দিচ্ছেন বুঝি?

ভৈরব। হাঁ—সেইতো বেশী বাগ্‌ড়া দিচ্ছে।

ভবানী। সে আমার আপনার লোক, আমার খুড়্‌তুতো ভায়ের স্ত্রী—আমার বৌদিদি, সেই বাগ্‌ড়া দিচ্ছে?

ভৈরব। ও শালার বৌদিদি জাতটাই কেমন পাজী—মশাই!

ভবানী। ওদের ইচ্ছে বুঝি অবনীর সঙ্গে "সুজার" বিয়ে হয়?

ভৈরব। এই—এই! বুঝেছেন তো?

(বিন্দি ঝি ও মেধোর পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দি ঝি। কইরে মেধো—খ্যাংরাখেকো—কই তোর সে উচ্‌কপালে বাবু কোথায়?

ভৈরব। (স্বগতঃ) সার্ল্লেরে—বিন্দি দেগী এসেছেরে,—এইখানে মুড়ী দিয়ে ব'সে থাকি—

মেধো। তাইতো—তাইতো—এ বাবুও দেখ্‌ছি ফিরে এসেছেন।

বিন্দি ঝি। তাইতো কিরে শালা মিথ্যেবাদী? এই আঁটকুড়ীর ব্যাটা অনামুকো বাবুর সঙ্গে দেখা করাতে আমাকে নিয়ে এলি?

ভবানী। চোপ্‌রাও বেটী বদ্‌মাস্‌—মুখ সামাল্‌কে বাত করো।

বিন্দি ঝি। তুই চোপ্‌রস্‌ মিন্‌সে—হতচ্ছাড়া ছোঁড়া! জানিস্‌—আমি "বিন্দি পুলীশ"—আমার ডাকসাইটে নাম?

ভবানী। (ধাক্কা দিয়া) নিকালো হারামজাদী—

(অবনীর পুনঃ প্রবেশ)

অবনী। কি হয়েছে—ঘরের ভেতর দাঙ্গা হ্যাঙ্গাম কিসের? একি—আমার বিছানায় কে ব'সে! কে তুই?

ভৈরব। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি উকীল বাবুর কাছ থেকে ঐ বাবুর কাছে এসেছি—

বিন্দি ঝি। ও শালা ভোরো—তুমিই ঐ ষণ্ডা বাবুকে ঠেকিয়ে আমাকে মার খাওয়ালে?

অবনী। শালা—তুমি চাকর হ'য়ে আমার বিছানার ওপর বোসো? দোবো শালাকে পুলীশে। (প্রহার ও টানাটানি)

ভবানী। মিছি মিছি মাচ্ছ কেন? By mistake যদি ব'সেই থাকে—

অবনী। By mistake তোমার বিছানায় বসেনি কেন? সেটার বেলায়ত' ভুল হয়নি।

বিন্দি ঝি। ঐ অনামুখো বাবুই বসিয়েছে! দাও শালা ভরুকে পুলীশে দাও,—আমিও ছুটো মেয়ে নাথি দিই!

ভবানী। এ বেটী ঝিতো ভারি বদমায়েস! বেরো বলছি এখানথেকে—

(ধাক্কা দেওন)

বিন্দি ঝি। (অবনীর প্রতি) দেখ—দেখ—ছোট নোকের ছেলেটা আমার গায়ে আবার হাত তুল্লে—দেখ—

অবনী। দেখ্ ভবা—তোর ভারি স্পর্দ্ধা হয়েছে—না? তুই মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুললি যে? ও আমার লোক—তা জানিস্।

ভবানী। তুইও যে পুরুষ মানুষের গায়ে হাত দিলি—ও আমার লোক তা তোর মনে আছে?

অবনী। Come on fight.

ভবানী। Come on fight (দুইজনে বক্সিং)

গদা। শালা মেধো—তোর বাবু—আমার বাবুকে ঘুসো চালায়—

মোধা। তু শালাও এগিয়ে আয়না—একবার বুঝে লিই!

(উভয়ের কোস্তা কুস্তি)

বিন্দি ঝি। ওরে শালা ভোরো—তুই যে বড় একপাশে দাঁড়িয়ে রইলি? আমার রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছে—তোকে আজ্ আমি নাথিয়ে নাথিয়ে ঢেঁকিছাঁটা কর্ব্ব!

ভৈরব। ওরে বাবারে—"বিন্দি পুলিশ" খেপেছেরে—

(প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ বিন্দির ধাবমান)

ভবানী। (ক্লান্ত হইয়া) Enough—Enough ব্যস্—(নিজের শয্যায় শয়ন)

অবনী। All right!—তবে এখনকার মতন peace! (নিজের শয্যায় শয়ন)

ভবানী। গদা—একটু বাতাস কর্‌।

অবনী। মেধো—একটু জল দে বাবা।

উভয়ে। আজ্ঞে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পানসীর মাঝি ও বাইজী।

গীত।

বাইজী। আমি নাচ্‌তে যাব ওপারে।
দাঁড়ি—পাড়ি দিয়ে পারে কি তুমি কর্‌তে পার আমারে?
মাঝি। বিবি! তুমি এসো-আমার বোটে,
ওতে জল ওঠেনা মোটে;
আমি ধ'ল্লে বোটে—
তুফান কেটে পান্‌সি ছোটে পাথারে॥
বাইজী। (আমার) কেমন কেমন করে গা,—
মাঝি তুমি ছুলিয়োনাকো না',
তুমি ধীরে বেয়ে যেও নেয়ে
তরি নিয়ে কিনারে॥

অবনী। দেখ্‌ ভবা—তোর ভারি স্পর্দ্ধা হয়েছে—না? তুই মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুল্‌লি যে? ও আমার লোক—তা জানিস্‌।

ভবানী। তুইও যে পুরুষ মানুষের গায়ে হাত দিলি—ও আমার লোক তা তোর মনে আছে?

অবনী। Come on fight.

ভবানী। Come on fight (দুইজনে বক্সিং)

গদা। শালা মেধো—তোর বাবু—আমার বাবুকে ঘুসো চালায়—

মোধা। তু শালাও এগিয়ে আয়না—একবার বুঝে লিই!

(উভয়ের কোস্তা কুস্তি)

বিন্দি ঝি। ওরে শালা ভোরো—তুই যে খড় একপাশে দাঁড়িয়ে রইলি? আমার রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছে—তোকে আজ্‌ আমি নাথিয়ে নাথিয়ে ঢেঁকিছাটা কর্ব্ব!

ভৈরব। ওরে বাবারে—"বিন্দি পুলিশ" খেপেছেরে—

(প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ বিন্দির ধাবমান)

ভবানী। (ক্লান্ত হইয়া) Enough—Enough ব্যস্‌—(নিজের শয্যায় শয়ন)

অবনী। All right!—তবে এখনকার মতন peace! (নিজের শয্যায় শয়ন)

ভবানী। গদা—একটু বাতাস কর্‌।

অবনী। মেধো—একটু জল দে বাবা।

উভয়ে। আজ্ঞে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পানসীর মাঝি ও বাইজী।

গীত।

বাইজী। আমি নাচ্‌তে যাব ওপারে।

দাঁড়ি—দাড়ি দিয়ে পার কি তুমি কর্‌তে পার আমারে?

মাঝি। বিবি! তুমি এসো-আমার বোটে,

ওতে জল ওঠেনা মোটে;

আমি ধ'রে বোটে—

তুফান কেটে পান্‌সি ছোটে পাথারে॥

বাইজী। (আমার) কেমন কেমন করে গা,—

মাঝি তুমি দুলিয়োনাকো না';

তুমি ধীরে বেয়ে যেও নেয়ে

তরি নিয়ে কিনারে॥

উভয়ে। বুঝি জোয়ার এলো উথলেছে জল

কল-কল-কল——

চল-চল-চল—তরি টলমল

চল জল ধারে ;——

নৌকা নাচাতে নাচাতে যাবে নাচিতে ও পারে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

হরি মিত্র উকীলের বাটীর অন্তঃপুর।

প্রমোদা ও বড় গিন্নীর প্রবেশ।

বড় গিন্নী। তাইতো মা পেমো—সুভার রোজ রোজ সন্ধ্যের সময় মাথা ধর্ত্তে লাগ্‌লো—তাইতো——

প্রমোদা। ভয়ঙ্কর ব্যাপার মামী মা—একেবারে যাকে বলে মারাত্মক ব্যাপার! শুধু মাথাটা ধরে নিশ্চিন্তি হ'লে তো বুঝ্‌তুম! সন্ধ্যের সময় মাথাটা ধল্লো—ধর্ত্তেই শুয়ে পড়্‌লো! তারপর গাল মুখ চোয়াল ধল্লো, খাওয়া দাওয়া তাইতে বন্ধ হল ; তারপর যত রাত্তির বাড়তে লাগ্‌লো—ক্রমে দাঁত দুটো—বুকটা—পিটটা,—শেষে পা দুটো ধল্লেই—একেবারে অসাড়—নড়ন চড়ন রহিত।

ব-গি। মেয়েটা যে খিঙ্গি—ওষুধ টষুধ একটু খেতে বল্! একটা ব্যবস্থা না কল্লে—রোগ সার্‌বে কেন ?

প্রম। ডাক্তার বদ্যির জোলো ওষুধের কর্ম্ম নয় মামী—একেবারে ধন্বন্তরীর "মৃতসঞ্জীবনী সুধা"র ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে!

ব-গি। কি বলিস্ বাছা—আমি কিছু বুঝ্‌তে পারিনা! মচ্ছি একে ওর বিয়ের ভাবনা ভেবে—তার ওপোর রোগ বালাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়িছি।

প্রম। তার জন্য আর ভাবনা কি মামী মা? কাণ টানলেই মাথা আস্‌বে: এক ঢিলে দুই পাখী মারনা! বিয়ের ব্যবস্থাটা চটপট্ কর'না—তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে সুভার মাথাধরা—বুকজ্বালা—গা কেমন করা—হাত পা অবশ হওয়া সব সেরে যাবে।

ব-গি। ফ্যাসাদ্ কি কম্ মা? কর্ত্তা কেমন গোঁ ধরেছে—সেই ভবানী ছোঁড়াটার সঙ্গে সুভার বিয়ে দেবেই দেবে।

প্রম। আর তুমি মা হ'য়ে তাই দেখ্‌বে—মেয়েটা দুদিন বাদে জ্বালাতন হ'য়ে গলায় দড়ী দেবে—তাই সহ্য ক'র্ব্বে?

ব-গি। আচ্ছা—ভবানী ছেলেটা কি বড্ড বয়াটে?

প্রম। না;—বয়াটে আর এমন কিছু নয়! তবে—হ্যাঁ—সকাল বিকেল ২৪ ঘণ্টা একটু একটু "ম-দ" খায়।

ব-গি। এঁ্যা—"ম-দ" খায়। ওমা—মাতাল?

প্রম। তা মাতাল কিনা জানিনা—তবে মদটা একটু বেশী খায়! খেয়ে কোন দিন বাঁশ বনে পড়ে থাকে, কোন দিন পুকুর পাড়ে অর্দ্ধেক জলে অর্দ্ধেক স্থলে অন্তর্জলি হ'য়ে শুয়ে থাকে।

ব-গি। এঁ্যা—বলিস্ কি প্রমোদা? ওমা—মিন্‌সে তার সঙ্গে মেয়েব বিয়ে দিতে চায়? ওমা!

(হরি মিত্রের প্রবেশ)

হরি। হ্যাঁরে প্রমোদা—তোর বুঝি এই আক্কেল? একটা ভদ্রলোকের ছেলের নামে এই রকম নিন্দে কচ্ছিস্?

প্রম। নিন্দে কি মামা? তার ইয়ারলোকের মহলে আমি যদি এ সব কথা বলি,—তাহলে সকলে আমাকে বাহ্‌বা দেয়?

ব-গি। ও ব'ল্‌বেনা? একটা মাতাল বদ্‌মায়েসের সঙ্গে ওর বোনের বিয়ে হবে,—ও তাই চুপ করে থাক্‌বে?

হরি। মাতাল—মাতাল? কোন শালা এ কথা বলে?

প্রম। এই আমি বলি মামা! তাতে শালাই বল—আর বাবাই বল—আর মেসোই বল——

হরি। তুই কি দেখেছিস্? ওর মুখে গন্ধ পেয়েছিস্—ওর সঙ্গে ইয়ারকি দিয়েছিস্?

প্রম। তা তোমার ভাগ্নী যখন—ওর সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়া উচিত ছিল—বাগানে যাওয়া উচিত ছিল বৈকি!

ব-গি। ওর খুড়তুতো দ্যাওর—এক বাড়ীতে বাস করে—ও জানেনা? তুমি ওর চেয়ে বেশী জান?

হরি। তা ব্যাটা ছেলে—যদি একটু আধটু মদই খায়—তা বলে স্বভাব চরিত্র একেবারে খাঁটী——

প্রম। নির্জলা—টাকায় তিন সের—সাম্নে দুয়ে দেয়! একবার উনুনে চাপালেই—দু' আঙুল সর পড়ে!

হরি। জেপোমি করিস্নি—জেপোমি করিস্নি—আমি খবর নিয়েছি! ওর স্বভাব চরিত্রে কোনও দোষ নেই——

প্রম। না দোষ তো কিছুই নেই! তবে হাটের মাগীরা পর্য্যন্ত ভবানী বাবুর নাম শুনলে দশ হাত ঘোম্টা টেনে পালায়, ভদ্রলোকের মেয়েদের তো কথাই নেই।

ব-গি। ঝাঁটা মার—ঝাঁটা মার! ও ছেলের সঙ্গে আমি কখনই মেয়ের বিয়ে দোবোনা! আমি অবনীর সঙ্গে বিয়ের ঠিক্ ঠাক্ ক'চ্ছি—

হরি। খবরদার ব'ল্ছি—তাহ'লে দেখ্তে পাবে মজা!

ব-গি। কি—বড্ড যে সাম্লা মাথায় দিয়ে মেজাজ গরম হ'য়েছে! রোজগার তবু যদি নিজে ক'রে বড়মানুষি কর্ত্তে পার্ত্তে! ভাগ্যে আমার বাপের বাড়ীতে মাষ্টারী কর্ত্তে এসেছিলে,—ভাগ্যে দয়া ক'রে তোমাকে আমি বিয়ে করেছি!

নইলে কি দুর্দ্দশা হ'ত—তা জান? খবরদার বলছি—সাবধানে কথা কও!

প্রম। ব্রহ্মাস্ত্র মামী—একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র! মামা বাবু একেবারে লাঙ্গুলহীন শৃগাল!

হরি। কি বড় বৌ! উকীল ব'লে—স্বামী বলে যে আমায় গ্রাহ্যই করনা দেখছি! জান—আমি দস্তুর মতন পুরুষ মানুষ—আর তোমার পাকা এগারো হাত কাপড়েও তুমি বেদস্তুর মেয়ে মানুষ! বাপের বিষয় পেয়ে যে ভারি তিসিয়ে উঠেছ।

ব-গি। উঠিছিইতো! তুমি উকীল বলে কি আমায় জেলে দেবে নাকি? ভারিতো আমার মাতব্বর উকীল—ট্রামের পয়সাও রোজগার হয় না!

হরি। এইবার হয় কি না হয় একবার দেখাচ্ছি! ভবানী বোসের সঙ্গে সুভার বিয়েটা দিয়ে দিতে পারে হয়—তখন daily দু'লাখ দশলাখ মাম্‌লা—এই হরি মিত্তির বি-এল Pleaderএর হাতে আসবে!

প্রম। তা মাম্‌লার জন্তে যদি মেয়ের বিয়ে দিতে হয়—তাহলে একেবারে সুভার বার-লাইব্রেরীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাওনা?

হরি। ও সব চালাকী আমি শুন্‌তে চাইনা! আমি

জোর ক'রে ভবানীর সঙ্গে সুভার বিয়ে দোবো,—দেখি কে রাখে? কার বাবার ক্ষমতা।

ব-গি। আমি রুখ্‌বো—আমার বাবার ক্ষমতা! আমি ঐ অবনীর সঙ্গে বিয়ে দোবো। দেখি কে বন্ধ করে?

হরি। খুন করে ফেল্‌ব—শালী!

ব-গি। নাক্ কেটে ফেল্‌ব—শালা হনুমান!

হরি। আচ্ছা। [প্রস্থান]

প্রম। ছেরাদ্দ বেশ গড়াচ্ছে মামী! কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে—আর উলু খাগড়ার প্রাণ যাবে! তোমরা সোয়ামী-স্ত্রীতে চুলো চুলি ক'র্ব্বে—মাঝথেকে প'ড়ে মেয়েটা ম'র্ব্বে আর কি!

ব-গি। তুই কোন গতিকে অবনীকে বুদ্ধি করে একবার ডাকাতে পারিস্! আমি সত্ত সত্তই তাহ'লে বিয়ে দোবো!

প্রম। বিন্দি ঝি যে কোনও কর্ম্মের নয়—কি করি বল মামী!

ব-গি। যেমন করেই হোক্—তাকে আনাতেই হবে—নইলে ও মুখপোড়া যে একগুঁয়ে মিন্‌ষে—ও ঝাঁ ক'রে ভবানীর সঙ্গে পাকাপাকী ক'রে—হয়তো আজ কালের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে ফেল্‌বে।

প্রম। চল্—একটা মতলব ঠাওরাতে হবেই!

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্নভাষিণীর কক্ষ।

শয্যায় শায়িতা স্নভাষিণী।

স্নভা। প্রেম একটু হয়েছে বৈকি! তা লোকে ঠাট্টাই করুক, আর বোট্‌কেরাই করুক! প্রাণের ভেতর একটু নওলা দওলা ক'চ্ছে বৈকি! আগে এ সব কিছুই ছিলনা! কিন্তু যেদিন জানলার ধার থেকে বড় দিদি দেখিয়ে দিলে, কালো কোটপরা—বই বগলে—এই দিক পানে—অর্থাৎ আমার পানে চাইতে চাইতে কলেজে যাচ্ছে,—সেইদিন থেকেই আমার সর্ব্বনাশ! হ্যাঁগা—এইতো প্রেম? তাকে দিন রাত্তির দেখ্‌তে ইচ্ছে ক'চ্চে, তাকে চোক্ বুজে ভাবতে ইচ্ছে ক'চ্চে তার কথা শুন্‌তে ইচ্ছে ক'চ্চে, তাকে কথা শোনাতে ইচ্ছে ক'চ্চে—আর তাকে——

গীত।

বুকে ধরে ঘুমঘোরে দেখ্‌বো স্বপন।
দিন দুপুরে আকাশে চাঁদ উঠ্‌বে রাতে তরুণ তপন॥
হেমন্তে মলয় ব'বে, বসন্ত সতত রবে,
শ্রাবণে পাপিয়াতানে প্রেমনিশি জাগরণ॥
আঁখিতে মিলায়ে আঁখি, অধরে অধর রাখি,
দুঁহু দোঁহে একপ্রাণে সুধু প্রেম আলাপন॥

(প্রমোদা ও সুহাসিনীর প্রবেশ)

প্রমোদা। চল্ সুভা—যাহোক একটু কিছু খেয়ে নিবি চল্। নেহাৎ রাত উপোষি থাকবি।

সুভা। তা থাকলেই বা!

প্রম। রাত উপোষে যে হাতী মারা যায়!

সুভা। তা বড় দিদি! আমি কি হাতী?

সুহা। না না ওটা ভুল হয়! সরল ব্যাকারণে আমি পড়িছি,—হাতীকে স্ত্রীলিঙ্গে "হস্তিনী" বলে।

প্রম। তাহ'লে ওর হস্তী কই?

সুহা। মেজদিদির যে বর হবে! তা হ'লেই হবে "হস্তী হস্তিনী।"

প্রম। তাহলে এখনও যখন হস্তির অস্তিত্ব নেই, তখন ব্যাকরণ নিয়ে কোস্তাকুস্তি কেন?

সুহা। মেজদি! তুই আমার একটা কথা শোন! এইবেলা বেশ করে পেট ভরে খেয়ে দেয়ে নে, নইলে বর এলেতো আর খেতে পাবিনি!

প্রম। কেনরে সুহা? বর কি মুখে চাবি এঁটে দেবে?

সুহা। বর যে দিন রাত্তির আটকে রেখে দেবে, খেতে যেতে দেবেনাতো। আর বরের সামনে খেতেও তো পারবিনি—ভারি লজ্জা কর্ব্বে যে! ওমা ছি—

প্রম। তা বরও কি একবারও খেতে যাবেনা? হ্যাঁলা স্থহা? সেও কি ক'নের মতন উপোষ করে থাকবে?

স্থহা। সে উপোষ করে থাকবে কেন? সে যে মেজদিদির অধর সুধা পান ক'র্‌বে—তাতেই তো তার পেটভরে যাবে।

সুভা। তুই দূর হ' মুখপুড়ি, তোকে আর ইয়ারকি কর্‌তে হবেনা।

প্রম। তা ও মন্দ বলছে কি? তুই খেগে যানা! এ রকম না খেয়ে দড়ীর মতন চেহারা কল্লে সে যদি পছন্দ না করে? তখন যে সব কাঁ—চা—গো—ল্লা—মাটী।

সুভা। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও! আচ্ছা বড়দি! তোমার কি মন খারাপ হয় না?

প্রম। কেন লো? আমার মন খারাপ হবে কেন?

সুভা। এই জামাই বাবুর জন্য! আজ পনেরো দিন হোলো তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, তিনি এ পথ মাড়ান নি!

প্রম। ওলো সুভা—তা বুঝিস্‌নি? প্রণয়ের ঐ টুকুই তো মজা! আমাদের বাঙ্গালীর সংসারে মাগ ভাতারে আজকাল বারোমাস ত্রিশদিন একঘরে বাস করে ব'লে, প্রেমটা চাপা পড়ে, শেষে হয়তো একেবারে লোপ পেয়েই যায়! সেই জন্যই বাঙ্গালীর স্বামী স্ত্রীর প্রেমে তত নাটকত্ব নেই, নূতনত্ব নেই, মজাও নেই! প্রেম যদি বজায় ক'র্‌তে

হয় তো একটা বিরহ জাগাবার আড্ডা ঠিক করে রাখা চাই। নইলে—

গীত।

প্রেম ফুটিল—অলি ছুটিল,
পুনঃ টুটিল—পলক ফেলিতে।
নয়নের ধারা—করে তারে সারা,
যেজন না জানে—পিরীতি রাখিতে॥
কাছাকাছি থেকে—তবু কিছু দূর,—
তবে ভালবাসা—লাগিবে মধুর;
প্রণয়ে বিরহ চাই ভরপুর,—
মিলনের সুখ—মরমে বুঝিতে॥

সুভা। আমি বলি—যদি বিচ্ছেদের আগুনে পুড়ে পুড়ে কালী হয়ে শেষে একেবারে ছাই হয়ে যায়, সে মজা তখন ভোগ কর্ব্বে কে? আচ্ছা বড়দি! প্রেম মানে কি? মন খারাপ, উপোষ আর ফোঁস ফোঁস?

সুহা। আমায় জিজ্ঞেস কর না মেজদি—আমি ওসব জানি। "প্রেম" মানে বিয়ে কর্ব্বার ই'চ্ছে। বিয়ে না দিলে মন খারাপ হয়, উপোষ করে দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে থাকে, আর বাবা, মা, দিদি টিদি ডাক্‌তে এলেই ফোঁস করে

সাপের মতন তেড়ে কামড়ে দিতে যেতে হয়! তোমার এ সব হয়েছে, এইবার মেজদি তোমার বর এলো ব'লে।

প্রেম। ওঃ সুহা! যৌবনে তুই যা মেয়ে হবি—একের নম্বর। তোকে যে গলায় মালা দিয়ে নিয়ে যাবে, তাকে আর উঠে ধানে পথ্যি কর্ত্তে হবে না। একেবারে তোর কাছে ভ্যাড়াটী হ'য়ে কেবল ব্যা ব্যা কর্ত্তে থাকবে।

সুহা। অমন কথা ব'লনা বড়দি! ভাতার যদি ভ্যাড়া হয়, তাহলে মাগের ভারি জ্বালা। নড়বেনা চড়বেনা, কাজ কর্ব্বেনা, কর্ম্ম কর্ব্বেনা, কেবল শিং নিচু ক'রে ঢুঁ মারতে আসবে! ভাতার হবে—

গীত।

সোণার থালার মতন ওগো রংটী হবে তার।
কইলে কথা ব্যথা পেয়ে—কোকিল বধূ মান্‌বে হার॥
মুখের পানে চাইলে পরে, দম্ ফেটে চাঁদ যাবে মরে,
আকাশ থেকে উঁকি পেড়ে—দেখ্‌বে নাকো আর॥
ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ন—ফুলের মধু—ফুল শরাসন্,
একটী তীরে—বুক্‌টী চিরে, লুটিয়ে পড়ে হাহাকার।
বাস্‌বে ভালো ষোল আনা, অন্য দিকে চাইতে মানা,
আনায় পেয়ে আমায় নিয়ে,—আমিই যে তার—সে আমার॥
সোহাগ করে চিবুক ধ'রে, ব'ল্‌বে—'ভালবাসি তোরে'—
তবেই তারে—তবেই তারে—ব'ল্‌বো—ওগো—ও ভাতার॥

সুভা। যা যা সুহা—অনেক রাত হ'লো, তুই খেয়ে শুগে যা। মাকে বলিস—মেজদিদির অসুখ বড্ড বেড়েছে।

সুহা। বড়দিদি! তোমার কি জামাই বাবুর জন্যে অসুখ করেছে?

প্রেম। অসুখ কর্ব্ব কর্ব্ব হয়েছে। এইবার তোকে নিয়ে শয্যাশায়িনী হব।

সুহা। ও বাবা, আমায় নিয়ে কেন? আমি ছেলে মানুষ!

[সুহাসিনীর প্রস্থান]

সুভা। তাইতো বড়দি কি করি ভাই? প্রাণটা যে গলায় গলায় এসেছে। ধরে রাখতে আর বুঝি পারিনি।

প্রেম। তাতো বুঝতে পাচ্ছি বোন্। একবার যে অবনীর সঙ্গে দেখাটাও কর্ত্তে পাচ্ছিনি, তাহলেও না হয় কোন রকম উপায় কত্তুম।

সুভা। বাবাতো জেদ্ ধ'রে বসেছেন—ভবানীর সঙ্গে জোর করে আমার বিয়ে দেবেনই দেবেন। তাহলে আমি গলায় দড়ি দোবো।

প্রেম। দড়াদড়ির কর্ম্ম নয় বোন্—দড়াদড়ির কর্ম্ম নয়। মামাও যেমনি গোঁ ধরেছেন—মামীও যে তার দশগুণ জেদ্ ধরে বসেছেন, অবনীর সঙ্গে তোর বিয়ে দিবেন—

(জানালা দিয়া অবনীর প্রবেশ)

অবনী। ঐ টুকু শুনতে এই গুরুতর কাজটা করে ফেলেছি। (হাঁটু গাড়িয়া) দোহাই বৌদিদি। দোহাই সুভা! প্রাণের দায়—প্রাণের দায়!

সুভা। এঁ্যা? একি একি? ও দিদি!

প্রম। একি? অবনী ঠাকুরপো? তুমি দোতালায় উঠে এলে কি করে?

অবনী। বাদাম গাছে চড়ে বৌদি, ঐ জানালার ধারে বাদাম গাছে চড়ে! কি কর্ব্ব? আজ ছমাস ধরে চেষ্টা কচ্ছি—কিছুতেই দেখা কর্ত্তে পাচ্ছিনি। আজ মরিয়া হয়ে এ কাজ করেছি। হয় মশানের ব্যবস্থা কর, নয়তো সুভাকে আমার হাতে দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর।

প্রম। বিদ্যেসুন্দরের পালায় যখন সুড়ঙ্গ কাটা পর্য্যন্ত পৌচেছে, তখন মশান টশানের ব্যবস্থা হলেও, শেষটা যে মিলন গাইতেই হবে, এতে আর সন্দেহ নেই।

সুভা। ও দিদি—কি হবে?

প্রম। হবে আর কি? বিষ যখন পেটে পোরা হয়েছে, তখন হজম না করলে যে সর্ব্বনাশ! দাঁড়া—আগে দোরটা খিল দিই।

অবনী। তোমার ভরসা বৌদিদি! বেবাক তোমারি

ভরসা। নিতান্ত উকীল বাবু যদি কুকুরমারা করেন,—ভাবলুম, বৌদিদি আছেন, স্বয়ং জগদম্বারূপিনী! প্রাণটা ফিরে পাবই পাব। (দ্বারবন্ধকরণ)

সুভা। ও দিদি! ঐ বুঝি বাবা আসছেন।

অবনী। এঁ্যা—এত রাত্রেও বাবা? তাহ'লে—এ হাঘ। ছেলেটার উপায়? —

সুভা। দিদি! ওঁকে যেতে বল—উনি শিগ্‌গির পালান।

অবনী। তাহ'লে বৌদিদি—আবার বাদাম গাছে লম্ফ-প্রদান করি।

প্রেম। না না অন্ধকারে পড়ে যাবে। মহাগোলযোগ হবে। তাইতো—তাইতো!

নেঃ হরি। ওরে সুভা!

নেঃ গিন্নি। ওমা পেমো।

অবনী। ওঃ—murder—murder! এইবার প্রেমের চোটে গোস্ত বনে গেলুম বাবা। আসি বৌদি! Good-Night সুভাষিণী।

প্রেম। দাঁড়াও—এক কাজ কর। এখনও বিয়ে না হ'লেও, সুভাষিণী যখন তোমায় বর বলে মনে মনে বিয়ে ক'রেছে,—তখন ও তোমার ধর্ম্মতঃ স্ত্রী। তুমি এক কাজ কর। এই মাথার বালিশটা সরিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে থাক, আমি তার

ওপোর, এই বড় লেপখানা চাপা দিয়ে রাখি। ঠিক বালিশের মতন দেখতে হবে। সুভা! তুই ঐ বালিশে মাথা দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক্।

অনমী। বালিশ—বালিশই সই। পুলিশের হাতে পালিশ হওয়ার চেয়ে বালিশ হ'য়ে যদি নিস্তার পাই! মা শীতলষষ্টী, জোড়ামোষ—জোড়ামোষ—গাড়ী থেকে খুলে নিয়ে বলি দোব মা!

(প্রমোদার কথামত কার্য্য করণ)

প্রম। (স্বগত) দরজাটা ভেঙ্গে ফেলে দেখ্‌ছি। যাহোক—একটা মন্দের ভাল উপায় হলো। নেহাৎ ধরা পড়ে—বলবো আমি আনিয়েছি। বিয়েতো হুজনার দিতেই হবে।

(দ্বার খুলিয়া দেওন হরি মিত্তির ও গিন্নির প্রবেশ)

হরি। এতক্ষণ ধরে ডাক্‌ছি—সন্ধ্যের সময় এত ঘুম কেন পেলো?

প্রম। চুপ চুপ—চেঁচিওনা।

গিন্নি। কেন—কেন—কি হয়েছে? সুভা কেমন আছে?

প্রম। আছে ভাল, এই একটু তন্দ্রা এসেছে। যে মাথার যন্ত্রণা, যে বুক ধড়ফড়ানি, কত কষ্টে যে ঘুম পাড়িয়েছি তা জগদীশ্বরই জানেন।

হরি। তাহলে—এতক্ষণ ডাক্তারকে খবর দিলিনি কেন?

প্রম। ডাক্তারি ওষুধে কি কিছু হ'চ্ছে। ঘুমই হ'ল ওর ওষুধ। ঘণ্টাখানেক নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুলেই বেশ সেরে যাবে।

হরি। দেখি জ্বর টর হয়নিতো?

গিন্নি। (হস্ত ধরিয়া) আরে দূর মিন্‌সে! যত ব'লছি—ওকে জাগিও না, ততই সোহাগ উথ্‌লে উঠ্‌ছে।

হরি। ফস্ করে অমন হাত ধরে টান্‌লে যে? যদি হাতটা dislocate হয়ে যায়। তুমিতো ভারি বদমায়েস্ মেয়েমানুষ!

প্রম। মামা, মামী, ওঘরে গিয়ে দরজা এঁটে দুজনে লাঠালাঠী করগে। মেয়েটাকে আর খুন করনা।

গিন্নি। চল চল—এ ঘরথেকে চল। ষাঁড়ের মতন চেঁচিওনা বলে দিচ্ছি।

হরি। ফের গায়ে হাত? তাহ'লে আমিও চালাব নাকি?

গিন্নি। চলনা—ও ঘরে। কার কতটা জোর দেখি?

হরি। আচ্ছা লাগে—শালী ছোটলোক!

[হরি মিত্তির ও গিন্নির প্রস্থান]

প্রম। অবনী—অবনী! এইবার যাও—আস্তে আস্তে দেখে শুনে দুর্গা বলে নেবে যাও। যে রকম বুঝ্ছি—কর্ত্তা গিন্নিতে একটা কেলেঙ্কারী বাধাবে। আর এরকম ক'রে কখনো এলোনা।

অবনী। রাম কহ বৌদি। হাঁপিয়ে মরবার জোগাড়—বাপ। (জানলা দিয়া অবতরণ)

পঞ্চম দৃশ্য।

হরি মিত্তিরের বহির্ব্বাটী।

হরি। তোর মাগের নিকুচি করেছে—শালির বেটী শালী! আমাকে কিনা বলে—বাড়ী থেকে বার কোরে দোব। না হয় ওর বাবারই বাড়ী, তা বলে আমিতো Husband—ওর বাবার বাবা। বাপের বিষয় পেয়েছে বলে আমাকে ছ-কড়া ন-কড়া কর্ত্তে আরম্ভ করেছে? নাঃ, ও মাগের আর মুখদর্শন ক'চ্ছি না! একবার জোর জোরাবর্তী করে সুভার সঙ্গে ভবানীর বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারে হয়। তারপর অত বড় একটা Client হাতে আসবে, বেশ দুপয়সা হাতে জমবে, তখন ঐ মাগকে এমনি করে এক লাথিতে—

(পদোত্তোলন ও পদাঘাতে বিন্দু ঝির পতন)

বি-ঝি। ওরে ও শালা চোর—কেমন ধরেছি তোকে ?

(হরি মিত্তিরকে ধরণ)

হরি। ওরে বিন্দু—আমি—আমি! পা ছাড়্‌ অন্ধকারে দেখতে পাইনি—হঠাৎ লেগে গেছে।

বি-ঝি। ছাড়বো কি ? এই কামড়ে তোর ঠ্যাংয়ের দেড়পো মাংস তুলে নোব।

হরি। গেলুম গেলুম উহু হু! ওরে ভোরো! একটা আলো নিয়ে আয়! ভোরো!

(ভৈরবের প্রবেশ)

ভৈরব। এঁ্যা—কি হয়েছে—কি হয়েছে বিন্দি ? কার সঙ্গে দাঙ্গা কচ্ছিস ?

বি-ঝি। ওরে চোর ধরিছিরে ভোরো, তুই পা কতক দে শালার ঘরের শালাকে!

হরি। কি বিভ্রাট! কি পাপের ভোগ ? ওরে ভোরো—তুই ব্যাটা কি মাতাল হয়েছিস্‌ নাকি ?

ভৈরব। এঁ্যা তাইতো—বাবুইতো! ওরে ও মাগী, আরে ছাড়্‌ ছাড়্‌, এ যে আমাদের বাবু। যাই আলোটা নিয়ে আসি।

[ভৈরবের প্রস্থান]

ঝি-ঝি। না আমি কখনো ছাড়বো না। বাবু বৈকি ? তুই আলো নিয়ে এসে দ্যাখ্ দিকি।

হরি। তবেরে শালী বিন্দি! শ্বশুরবাড়ীর পুরোণো ঝি ব'লে কিছু বলিনি, তাই আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে ফেলেছো বটে ? ছাড় বল্‌ছি পা ছাড়—?

বি-ঝি। উঃ বড্ড ঝট্‌কানী দিয়েছে! একেবারে কোমর মাজা ভেঙ্গে দিয়েছে। দেখ' তুমি জামাই বাবু বলে তাই পার পেয়ে গেলে, নইলে আজ তোমাকে ছাল ছাড়িয়ে খেয়ে ফেলতুম।

হরি। বেরো, বেরো বেটী এ বাড়ী থেকে! ভোরো! আলো নিয়ে এলি ?

(ভৈরবের আলো লইয়া প্রবেশ)

ভৈরব। ইস্ তাইতো—বিন্দি বেটী কামড়ে একেবারে রক্ত বার করে দিয়েছে!

বি-ঝি। তবুতো মাংস তুলে নিইনি—তোর বাবুর বাবার ভাগ্যি তা জানিস্ ?

হরি। এখনও বেটী দাঁড়িয়ে র'য়েছিস ? না, দূরহ'— নইলে খুন ক'রে ফেলবো! যা—

বি-ঝি। আর এক চোট লাগবে নাকি ? দেখবে একবার মজা ?

ভৈরব। বিন্দু! কেমা দে মাগী—যা শুতে যা—রাত হয়েছে। বাবু! এ বেটীকে আর রাত্তিরে ঘেঁটিয়ে কায নেই। যা বিন্দু যা!

বি-ঝি। আমার তামাক ফুরিয়েছে, ছিলিম তুচ্চার তামাক আর খানি কতক টিকে দে দিকি!

ভৈরব। যা বাবা—আমার ঘর থেকে নিগে যা। দুটো কল্কে সাজা আছে—সেই দুটোই নিস্।

বি-ঝি। ঝাঁটা মারি তোর মুখে আর তোর তামাক সাজার মুখে। একটানে চোঁয়াগন্ধ বেরোয়। আমি নিজে সেজে খাবো। যাওনা গো জামাই বাবু—শোওগে যাওনা, দাঁত বার ক'রে দেখছো কি?

[বিন্দ্ ঝির প্রস্থান]

হরি। নাঃ, দেখছি আমার অদৃষ্টে ফাঁসী লেখা আছে। হয় কোন দিন মাগকেই খুন করে বসি, নয়তো এ ঝি বেটী-কেতো একদিন রেগে নিঘ্যাৎ Fire করে ফেলবো। এতটা বরদাস্ত ভদ্রলোকে কর্ত্তে পারে? উঃ—পা টা ভয়ানক জালা ক'চ্চে।

ভৈরব। বাবু! এইবেলা একটা গন্‌গনে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিন। নইলে—ও বেটীর বিষ বড় সোজা বিষ নয়, সাক্ষাৎ হয়ে! নয়তো গোঁদলপাড়ায় চলুন।

হরি। বাজে কথা ছাড়্! শোন্ ভোরো! আমি একটা মতলব ঠাওরেছি—সেটা হাসিল কর্ত্তেই হবে।

ভৈরব। এত রাত্তিরে আর মতলব কি বাবু? যান—এখন একটু ছেরোম করে শুয়ে থাকুন গে।

হরি। নারে ব্যাটা—যা বলি তা শোন্‌না। আমি দিব্যি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি—আর ও মাগের মুখ দেখবোনা।

ভৈরব। তাহলে চলুন—দেশে রওনা হই।

হরি। হবো, আর দুটো দিন সবুর। আমি মতলব করেছি সেই বনবিষ্ণুপুরের ঐ জমীদারের ছেলে ভবানী বাবুর সঙ্গে কাল রাত্তিরে জোর করে সুভার বিয়ে দোব!

ভৈরব। জোর করে কি করে দেবেন বাবু? মাঠাকুরুণের সাথে আপনি জোরে পার্ব্বেন কেনে?

হরি। সে তখন দেখা যাবে। তুই আমার সঙ্গে একবার ভটচায্যির বাড়ীতে চল্। সেখানে তোকে সব বিয়ের কি কি যোগাড় যন্ত্র কর্ত্তে হবে—বলে কয়ে দিয়ে আমি সকালের মধ্যে সব নিজে লোকজনকে নেমন্তন্ন আমন্তন্ন কর্ব্বো। একবার লোকজন বাড়ীতে জমায়েৎ হয়ে গেলে, আর আমি নিজে গিয়ে ঘুপ্ করে বর এনে ফেল্লে, আর রোকে কোন্ শালী? তুই সব যোগাড় কর্ত্তে পার্ব্বিতো?

ভৈরব। কিছু ভাবতে হবেনা, বাবু কিছু ভাবতে

হবেনা। কিছু ট্যাকা ভৈরব মোড়লের হাতে গুঁজে দিন্‌না, আমি রাতারাতি হুসেন খাঁর মত সব হাজির কর্‌বো! গিন্নি-মাকে এ কথা বোল্‌বোনা?

হরি। আলবৎ বল্‌বি! নিশ্চয় বল্‌বি! আমি নিজে বল্‌বো! Damn it মেয়েমানুষকে এত ভয়? বুঝলি তোরো —আমি—আমি—আমি সুভার বাবা—জন্মদাতা—যশ্য কন্যা বিবাহিতা Bonafide ফা-দার—আর কোন শালা নয়!

ভৈরব। এজ্ঞে তাইতো শুনি। আপনিই বাবাই তো বট। তা চলুন্ একবার—ভটচার্য্যির ডেরায় যাবেন যে বল্লেন্?

হরি। চল, যদ্দিন না সুভার সঙ্গে ভবানীর বিয়ে হয়— তদ্দিন আর হরি মিত্তির আহার নিদ্রা কিছুই কচ্চেন না।

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রমণীগণের—— গীত।

নাহি চূতমুকুল কোকিলের কুহু,
মলয়ার হাওয়া—বিরহের উহু,
নাহি অলিগুঞ্জন মুহু মুহু কমলের থরে।
এবার বসন্তে অশান্ত কান্ত,
দে ভোট—দে ভোট ক'রে॥
কোথা তুমি ওহে রাধা-চরণধরা হরি ;——
কারে দেবো ভোট্ নোট ক'রে দাও,
আমরা ভেবে মরি ;——
পালে পালে আস্‌ছে ছুটে, নিতে লুটে,
ভোটের ভরা জোর ক'রে॥
রাত্ জেগে কাঁদেন যিনি, জাগ্‌লে মোরা রেতে,
যাঁর যুক্তির জোরে, ফোর্‌কে যাব,
পার্‌কে হাওয়া খেতে ;
সেই মিষ্টি হাসি, দিষ্টি ফাঁসি, বাজান বাঁশী,
আবার তিনটী বছর পরে ;——
ছুটে ছুটে চল্, ওলো নারীদল,
তাঁরে দেবো ভোট জোট্ ক'রে॥

সপ্তম দৃশ্য।

সুভাষিণীর কক্ষ।

প্রমোদা ও গৃহিণী।

প্রম। তুমি যাই বল—মামীমা! মামার সঙ্গে ও রকম ব্যাভারটা করা তোমার ভাল হয়নি বাছা। দিন রাত্তির যেন কসের দাঁতে রেখেছো।

গিন্নি। বলিস্ কি পেমো? বুনোওলের বাঘা তেঁতুল না হলে কি মানে? ও যেমন কুকুর, আমি তেমনি মুগুর। একটু একটু শাসন না কল্লে কি সংসারের কায চল্‌তে পারে? সে যাহোক এখন উপায় একটা কিছু ঠাওরা। হতচ্ছাড়া মিন্‌সে সত্যিই যে মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে চল্লো! এ সময় শরৎও যদি থাক্‌তো!

প্রম। তুমি একটু বুক ঠুকে লাগতে পার মামী? তাহলে মামার ওপরেও একচাল চালা হয়। অথচ সব দিক্ বজায় থাকে।

গিন্নি। তুই যা বল্‌বি—আমি তাই কর্ত্তে রাজী আছি মা? আমি মনে কচ্ছি—সুভাকে নিয়ে ছোট পিসিমার বাড়ীতে পালিয়ে যাই।

প্রম। না, সে সব কিছু করে কাজ নেই। বলি—অবনীর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে মত আছে কি?

গিন্নি। সেতো আমার মেয়ের ভাগ্যি! অমন—রূপে গুণে সোণার চাঁদ ছেলে,—ভাল ঘর, জানাশোনা ঘরের পাত্র পেলেতো বর্ত্তে যাই।

প্রম। তাহলে এক কায করা যাক্। মামাও এদিকে ভবানী বাবুর সঙ্গে সুভার বিয়ে দেবার যেমন উজ্জুগ কচ্ছেন, তেমনি সব উজ্জুগ আয়োজন হক্। আমরা তার আগেই অবনীকে এনে সুভার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিই।

গিন্নি। তা যদি পারিস্—তাহলে মিন্সেকে ঠিক ওষুধ দেওয়া হয়। কিন্তু অবনী কি অতটা সাহস কর্ব্বে?

প্রম। সে সব পারে। সে যে রকম চালাক চতুর, তার ওপর বি,এ পড়ছে—লেখাপড়া শিখেছে,—সে ভবানীর মতন আর আমার মামার মতন দুশোটাকে এক হাটে কিন্‌তে অন্য হাটে বেচ্‌তে পারে; আমি তাকে খুব জানি।

গিন্নি। যাহ'ক্ মা, তুই একটা কিছু বুদ্ধি করে মেয়েটাকে এ যাত্রা রক্ষে কর্ মা! তুই আমায় যা কর্‌তে বল্‌বি, আমি তাই কর্‌বো।

প্রম। আচ্ছা—তবে কোমর বেঁধে তুমি উজ্জুগ করো। মামার সঙ্গে আর ঝগড়া ঝাঁটী কিছু করোনা। নেহাৎ যদি আমার মতলব ফস্‌কে যায়, তখন তোমার ছোট পিসিমার বাড়ী সুভাকে নিয়ে চ'লে গেলেই হবে!

(নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

নারা। কুত্রং কুত্রং গো গৃহিণী দেব্যা—মিত্রজা কুত্রং ?

গিন্নি। প্রণাম হই ঠাকুর মশাই! আসুন—আজ সকালবেলা কি মনে করে ?

প্রম। বুঝলেনা মামী ? আজ যে মামার বাপের সাপিণ্ডিকরণ—তাই পিণ্ডি চট্‌কাতে ভট্টাচাৰ্য্যি ছুটে এসেছেন!

নারা। নহি—নহি গৃহিণী দেব্যাং! ন চ ঠিকং তব বাক্যং মাণিক্যং ভো প্রমোদা মদালসে! নারায়ণ ভট্টচার্য্য তার জন্ত প্রাতঃকৃত্য করতে তোমার ভবদীয় প্রসাদে ন চ উপস্থিতং বা! অদ্য যে সুভাষিণী কন্যাশ্চ বিবাহ উদ্বন্ধন— তাকি ন জানন্তি স্ম ?

প্রম। তা সুভাষিণীর উদ্বন্ধনই বটে! তা' নারকেল দড়ি টড়ি সব এনেছেন তো ? না নিজের পৈতে গাছটা খুলে দড়ী করে মেয়েটার গলায় জড়াবেন ?

নারা। প্রমোদে! মদালসে! কিং বলন্তি স্ম ত্বং ? বিবাহে নারিকেল দড়িস্য কি প্রয়োজনং ? রজনীযোগে মিত্রজা প্রমুখাৎ সুসংবাদ অবগত হয়েই—এই এক দীর্ঘিকা ফর্দ্দ ময়া চকরেং (ফর্দ্দ বাহির করিয়া)—আর স্বয়ং বাজার হতে সব আনিতবস্ত! ঐ দেখ—তোমাদের দরদালানস্য প্রান্তে সব রক্ষিতমাস!

গিন্নি। টাকা কি নিজে দিলেন—না কর্ত্তা দিয়ে এসেছেন ?

নারা। হা—হা—হা শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বেদরত্ন সরস্বতীস্থ গৃহে টাকারস্থ কিং অভাব ? রাশি রাশি অর্থমনর্থং কৃতার্থং চরিতার্থং জলজলং বিদ্যমান। মিত্রজা একশত টাকা দিয়ে এসেছিলেন বটে—কিন্তু তাতে কি একটা বিবাহ দানসাগর আয়োজন সম্ভব ? আমার বিশ পঞ্চাশ মুদ্রা ব্যয়ং ভবন্তি স্ম ! তা মিত্রজা অদ্য রাত্রেই সেটা পরিশোধমান কর্ব্বেন বলেছেন ! সে বিষয় চিন্তা মা কুরু-মা কুরু !

প্রম। তা এখন কি বল্তে চান্ বলুন ! এখানে দাঁড়িয়ে কুরু কুরু কুরু করে লাভ কি ?

নারা। বলন্তী স্ম এই—কন্যাকে অদ্য উপবাস রাখতে হবে—আর কি ! তৎপরং—আমি ঠিক গোধুলি লগ্নে বিবাহং দাস্যতি ! এতে তো আর দিনক্ষণস্য প্রয়োজন নাস্তি !

গিন্নি। পাঁজিটা দেখেছেন—আজ দিনটা কেমন ?

নারা। পরিষ্কারং ! অদ্য মাঘীমাসে শুক্লপক্ষে কৃষ্ণ-দ্বাদশী তিথৌ—হরি মিত্রস্য কন্যাং এনাং সগোষ্ঠিং সজিনগজো-দকং সম্প্রদানং দদেঃ।

প্রম। বলি মন্ত্র তন্ত্র রেখে আসল কথাটার উত্তর দিন না ! আজকের দিনটা বেশ ভালো কি ? বিবাহ দেওয়া চল্তে পারে ?

নারা। ভাল নয় এত বড় কথা কে ব্রবত্তি—অয়ি প্রমোদা মদালসে! ভো ভো মিত্র, গৃহিণী দেব্যাং! অদ্য যত দিন আর ইতিপূর্ব্বে কখনো হয় নাই! ন চ আকাশমার্গে ধ্যাধহস্ত মেঘখণ্ডং—সূর্য্যদেবস্য কি প্রকট কটু—কটু জ্যোতিঃ, তার উপরন্তু কন্-কনাৎ শৈত্য। অদ্য দিবসে শুধু বিবাহ কি? বিবাহ—প্রবাহ—সরবরাহ—গৃহদাহ পর্য্যন্ত চলে যেতে পারে।

গিন্নি। পাত্রটীকে আপনি দেখেছেন কি ঠাকুর মশাই?

নারা। অগ্রে কিমর্থং অহং দেখিতব্যং? বিবাহস্য সময়ে যখন পাত্র সভারোহণ করিষ্যন্তি—তখন কন্যার সহিত কুলপুরোহিত শুভদৃষ্টি অকুর্ব্বন্তি! আমার পাত্রাপাত্র দেখারম্ভ কি ফলং? এখন আগচ্ছ—আগচ্ছ; জিনিষ পত্রাদি সব গুচ্ছমান্ কৃত্বা প্রস্তুতং ভবেৎ! (বিন্দির প্রবেশ)

বিন্দি। বলি হ্যারে—ও হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া উনুন-মুখো বামুন! রাজ্যির জিনিষপত্র যে সব দরদালানময় ছড়িয়ে রেখে এলি, ও সব গতর নেড়ে ঘরে তুলে রাখে কে বলতো?

নারা। অয়ি প্রলম্বপয়োধিজলে—বিন্ধ্যচলে বিন্দে! ন-হি অয়থা মম পিতৃ অন্তং কৃত! গৃহিণী দেব্যাং প্রমোদা মদালসায় সহিত—বাক্য কুশলং করন্তি কি না, তাই দ্রব্যাদি গৃহ মধ্যে তুলিত হয় নাই! ত্বং ভ্রষ্টা, দুষ্টা, বলিষ্ঠা, দাসী বিভামানে—সে সব এখন ব্যবস্থা হয় নাই কথং?

বিন্দি। মর্‌ হতচ্ছাড়া গলায় দড়া—মড়িপোড়া—ঘাটের মড়া মিন্‌সে! তুই আন্‌লি বাজার ক'রে—পয়সা চুরি করে তুই নিজের গেঁজে ভারি কল্লি—আর বিন্দি ঝি তোর বাবার চাকর কিনা—সে সব মাথায় করে করে ঘরের ভেতর বয়ে দেবে?

প্রেম। কি করিস্ বিন্দি? দেবতা বামুন মানিস্ না? এমনি করে ভট্টাচার্য্যিকে গাল মন্দ কচ্ছিস্?

বিন্দি-ঝি। ভট্টাচার্য্যিকে আমার ভয়টা কি? ওর মতন আনিশ্চের ভট্টাচার্য্যিকে গয়লাদের গোয়ালে গড়াগড়ি ছড়াছড়ি দেখ্‌ছি। দেখ দেখি আক্কেলখানা—মুটে করে জিনিষ গুলো আন্‌লে—আর তাদের দিয়ে ঘরের ভেতর সে গুলো তুলিয়ে রাখতে পাল্লে না? হ্যারে ও ভট্টাচার্য্যি শালা!

নারা। প্রমোদে মদালসে! একিমিদং? পরিচারিকা—গোচারিকা—আকারান্ত স্ত্রীয়ালোকং,—শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বেদরত্ন সরস্বতীকে শ্যালকা—কথমিত্থা গালিং দদতি? কি বিকটং ব্যাপারং! সামান্যা দাসী কিনা মম ভগ্নিস্থ পতি? অহং রাজদ্বারে শ্মশানেচ নালিশং করিষ্যন্তি!

গিন্নি। না-না—ঠাকুরমশাই, রাগ কর্ব্বেন না—ও একটা পাগল; ওর কথায় কি মানুষে কাণ দেয়? বিন্দি! তুই বড্ড বাড় বেড়েছিস্! তুই ক্রমে দেখছি মাথায় চ'ড়ে উঠ্‌ছিস্!

কাল কর্ত্তার পায়ে এম্‌নি কাম্‌ড়ে দিয়েছিল্‌—যে আজও তাঁর পায়ে বেদনা রয়েছে!

বিন্দি। দেবোনা? আমাকে লাথি মারে? পা কাম্‌ড়ে দিয়েছি—নাক্‌ কাম্‌ড়ে দিইনি—এই তার ভাগ্যি।

নারা। এঁ্যা—কিং বলন্তি? বিন্দে দাসী আবার কাম্‌ড়ায়ন্তী নাকি? সর্ব্বনাশং! গৃহিণী দেব্যাং! অহং চম্পটং—লম্ফ প্রদানে গৃহে গন্তব্যাঃ! [প্রস্থান]

বিন্দি। ওরে ও মুখপোড়া ভট্টাচার্য্যি! জিনিষ গুলো সব তুলে রেখে যানা—ওরে অ বামুন——

[পশ্চাদনুসরণ]

গিন্নি। তাহ'লে পেমো! কি কর্ব্বি কর্‌ মা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে সময়তো ব'য়ে যাচ্ছে! আমি যাই জিনিষ পত্র গুলো—তোল্‌বার ব্যবস্থা করি!

[প্রস্থান]

প্রেম। সুভাকেত' প্রেমপত্রখানা লিখ্‌তে ব'লেছি; কাকে দিয়ে পাঠাই?—ভ'রোকে দু'টো টাকা দিলেই ঠিক চুপি চুপি দিয়ে আস্‌বে। সুভা—অ-সুভা! বলি চার লাইন লিখ্‌তে বুড়ো হ'য়ে গেলি নাকি?

(পত্রহস্তে সুভাষিনীর প্রবেশ)

কি হ'ল? লিখেছিস্?

সুভা। লিখ্‌বনা কেন? কিন্তু আমার বড় লজ্জা ক'র্‌ছে বড়দিদি—ছি ছি!

প্রম। ছি—ছি? মরি—কত ঢংই জানেন! এ দিকে প্রাণ ডাক্‌ছে ঝিঁ—ঝিঁ—আবার মুখে ক'চ্ছেন ছি—ছি! দেখি সব কথাগুলো লিখেছিস্ তো?

সুভা। প'ড়ে দেখনা!

প্রম। আচ্ছা আমি পড়ি———(পত্র পাঠ)

''নবনি-হৃদয় অবনি!

কি বলিব মরি লাজে, বলিতে বুকে যে বাজে,
পিতা মম আজি সাঁজে করি আয়োজন।
বিবাহ দেবেন বলি করেছেন পণ॥
শুনিয়া এসেছে জ্বর, আসিছে আমার বর,
বিদগ্ধবদন সেই ভবানী পামর, পরিয়া পাটের শাড়ী
কাঁপি থর থর॥
অবনি তুমি না এলে, কেরোসিন তেল জেলে,—
অবনি হইতে আমি লইব বিদায়,—বুকেতে লুকায়ে নাথ রাখ হে আমায়।

ইতি—
চাতকিনী—সুভাষিণী॥

বেশ লেখা হ'য়েছে! আমি যা লিখে দিয়েছিলুম—তার চেয়ে দু'দশটা কথা বেশি বেশি ব'লে যেন বোধ হ'চ্ছেনা?

সুভা। যাও—ঐ জন্তে আমি লিখ্‌তে চাইনি!

প্রম। না লিখ্‌লে আমার ভারি ক্ষতি লো! ঐ মাতাল বদমায়েস হাড়হাবাতে ভবানী ছোড়ার হাতে পড়্‌তে হবে—তা জানিস্‌?

সুভা। চিঠি কাকে দিয়ে পাঠাবে?

প্রম। সে ব্যবস্থা আমি ক'চ্চি! তুই একখানা খামে পুরে—খাম এঁটে ওপরে নাম লিখ্‌বি—পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবনী-মোহন বসু মহাশয় শ্রীচরণেষু——

সুভা। খাম্‌ কোথায় পাবো?

প্রম। আমি এনে দিচ্চি!

সুভা। না—না—এই যে বাবার টেবিলে রয়েছে! এই খামেই লিখি!

প্রম। তা' লেখ,—আমি আস্‌ছি——[প্রস্থান]

সুভা। বরাতে কি আছে—কে জানে? একটা কেলেঙ্কারী যে খুবই হবে—তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি! হা ভগবান! বাবার কি মতিবুদ্ধিই হ'ল——

(খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া) এইবার খামটা জল দিয়ে এঁটে ফেলি! আঃ—একটু জল কোথায় পাই? কুঁজো

থেকে গড়াই——(চেয়ারে পত্রসমেত খাম রাখিয়া আঁটিতে লাগিল)

(হঠাৎ হরি মিত্রের প্রবেশ)

(পিতাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া চেয়ারে খাম্ রাখিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

হরি। এই যে সুভা! তুই একা আছিস্? জল খাচ্ছিস্? খা—খা—জল খেতে দোষ নেই—আর কিছু খাস্‌নে মা! আজ তোর্ বিয়ে——

সুভা। এঁ্যা—না—আমি তো জল খাইনি—হাত ধুচ্ছি——

হরি। শোন্—কাছে আয়—(চেয়ারে উপবেশন) দেখ সুভা! বনবিষ্ণুপুরের খুব বড় জমীদারের ছেলে ভবানী বসু। বছরে দু'লাখ টাকা আয়;—সম্প্রতি বছর তিন হ'লো বাপ মারা গেছে! বাপের এক ছেলে—তোর বড়দিদির শ্বশুরের জ্ঞাতি, তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্চি। কি বলিস্—তোর্ এতে মত আছে তো?

সুভা। এঁ্যা—তা—বাবা—

হরি। তোর্ মা—তোর্ বড়দিদির কাছে তার নামে যে সব বদ্‌নাম শুনেছে—তা সব মিথ্যে! তোর বড়দিদি হ'লো—ভবানীর জ্ঞাতিশত্রু,—কাজেই তার নামে নিন্দে

ক'রবেই তো। সেই জন্মে আমি ব'লছি—তুই ওদের কথায় কাণ দিস্‌নে। আমি তোর্ বাপ, আমি যা ক'র্ব্বো—তাকি তোর্ মন্দের জন্মে—কি বলিস্?

সুভা। বাবা, আমি তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো-না, আমি—আমি——

হরি। তুইও কি পাগল হ'লি নাকি সুভা? এত লেখাপড়া শিখে তোরও কি এই বুদ্ধি হলো? বিয়ের বয়েস তোর উত্‌রে গেলো, এখনও কি তোর্ বিয়ে না দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো? আমি আজ্‌ই সন্ধ্যার সময় ভবানীকে সঙ্গে করে এনে তোর্ সঙ্গে তার বিয়ে দোবো। তুই যেন কোন রকম ছেলেমান্‌ষি করিস্‌নি।

সুভা। মা বড় রাগ কর্ব্বেন।

হরি। বয়ে গেলো—বয়ে গেলো—আমার সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই। আমি পাড়ার সব এয়োদের নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি। দত্তদের বোয়েরা সব এসে বরণ টরণ যা কিছু কর্‌বার সবই কর্‌বে। আমি চল্লুম—দু'চারজন লোককে খবর দিয়ে একেবারে বর নিয়ে আস্‌ছি।

(উত্থানে পেছনে পত্রসমেতে)

সুভা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! চিঠিখানা যে বাবার কাপড়ে লেগে রইলো। খামের আটা, ও কি সহজে খুলে পড়্‌বে?

হরি। তাহলে আমি চল্লুম—বর আনিগে।

সুভা। (স্বগত) তাইতো—কি করে খুলে নিই! (চেষ্টা ও বিফল হওন)

হরি। কিরে সুভা? অমন কচ্ছিস্ কেন? তোরও কি মত নয়?

সুভা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি যা বল্‌বে বাবা—তাই করবো। আজ এত তাড়াতাড়ি——

হরি। নাঃ—মা—মেয়ে সব একক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছে। তবে থাক্ তুই, তোরও আজ থেকে আমি মহাশত্রু! খবরদার আমার পেছনে পেছনে আসিস্‌নে। খবরদার—যা—সরে যা, তফাতে যা—— [হরি নিজের প্রস্থান]

সুভা। হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ, চিঠিশুদ্ধ বাবা চলে গেল গো! সব মতলব ভেসে গেল! ও বড় দি—ও বড় দি! কি হলো গো—শিগ্গির এসো।

(প্রমোদার প্রবেশ)

প্রম। কি রে কি?

গীত।

সুভা। দিদিগো—আমার মাথাটা খেলে।

প্রম। কে কে কে—বলনা কে সে, ঠেসে ধরি

তার নামটা পেলে॥

সুভা। প্রেমলিপি নিয়ে বড় লটখট, চিঠি এঁটে বাবা
দেছেন চম্পট,

প্রেম। কি বল কি বল, সব মাটী হল—নিলে নিলে
সব লুটে নিলে ;
(দিলে) সাদা প্রাণে আহা কালি ঢেলে ॥

সুভা। অসার অবনি—বিরলে অবনি, বোঝাতে কি
তোরে হবে দিদিমণি ?

প্রেম। চুপ্ চুপ্ চুপ্—আমি সব জানি, পড়িবে বিপাকে
অধীরা হলে ॥

উভয়ে—পিরীতি করিয়ে প্রাণটী সঁপিয়ে, তার ভালবাসা
পরাণে পুরিয়ে,
ঠকিতে হবেনা—বিধাতার মানা, প্রেম এইভাবে
দুনিয়ায় চলে ॥

অষ্টম দৃশ্য।

বাসাবাটীর প্রাঙ্গণ।

(চারিজন উড়িয়া পাল্কিবেহারা ও গদা)

গদা। আরে—যা না বেটারা—কেন মিছে গোলমাল
করিস্ ?

১ম উ। আরে—ভড়া না মিলিবো—জিব কৌটি? ভড়া মেউ! পাল্কি চড়িকিরি তোমারো বাবু হড়কটা গলি হৈকিরি ঘুরি আইলা, আর কেত্তো ভড়া তুমে দিছ—কৈত?

গদা। আট আনা দিচ্ছি—আর কত দোবো?

২য় উ। অট্‌ঠ অনা? কিম্‌তি কথা তুমে কউচি? বহু-বাজার পাল্কি ভড়াকিরি ভবানীপুর অসিছি—আর ভড়া মিলিব অট্‌ঠ অনা? হাঃ—ভলা কথা কউচি———

গদা। নিবিতো নে—নয় যা—চলে যা, আর বেশী পাবিনি———

১ম উ। পাবিনা কাঁইকি? কঁড়? মতে কি চোরি করিছি? খাঁ্যাই? সে ত্যাড় তঙ্কা ভড়া মিলিব—তবে চলি জিব!

গদা। আর দেড় পয়সা এর বেশী পাবিনা! যদি ভাল চাও—যা দিচ্চি—তাই নিয়ে যাও———

১ম উ। কাঁইকি—কউতো পরা!

২য় উ। ভড়া মিলিব না কাঁইকি?

৩য় উ। প'য়ালা যেবে ডাকি দিব, তেবে মজা বুঝি পারিব—হাঁ!

গদা। ত্যাখ্‌ আর বেশী চেঁচাস্‌নি বল্‌ছি! দেখেছিস্‌—বাবু কি রকম মাতাল হয়ে এসেছে———

১ম উ। মত্তার হলা তো কঁড় হলা? পাল্কি চড়িকিরি আসিথিলা পাল্কি ভিতর (উদ্গার দেখাইয়া)—হ—ক্—হ—ক্ বমি করিথিলা, পাল্কি বিছনা খারাপ করিলা, আর ভড়া দিবে অট্ঠ অনা?

(মত্তাবস্থায় ভবানীর প্রবেশ)

ভবা। গদা! এইনে ৪৲ টাকা নে—একটা ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়! শালা তুমি কিছু দেখনা? ঘরে মাল ফুরিয়েছে—আর তুমি শালা খবর রাখনা?

গদা। এজ্ঞে বাবু, আমি কি বাবুর মালের খিগে কখনো চাইতে পারি? কেমন করে জান্বো—বোতল খালি।

ভবা। এ শালার উড়ে ব্যাড়ারা এখন দাঁড়িয়ে কেন?

১ম উ। (স্বর) বাবু এমতি এমতি ঝুলিছি—ভড়া মিলিব কি না মিলিব———

গদা। ওরা আরও ভাড়া চাচ্ছে—আট আনা নেবেনা বাবু!

ভবা। ভাগ্ শালা দাসোপো ভাগ্———

[প্রথম ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

ভবা। তুই শালা দাঁড়ালি যে? এইনে অদুলি নে—পালা!——

১ম উ। বাবু! টিকে ছিড়া হৈকিরি মতে কথা শুনি-বারে হৈ!

ভবা। কিরে শালা? আট আনা নিবি—না মার খেয়ে বিদায় হবি?

১ম উ। বাবু! মরি জিব, সরদার মারি পকাই দিবে! চারিজনে ত্থাড়্ টাকা না মিল্‌ব—মরি জিব।

ভবা। (১ম কে ধরিয়া) দাঁড়াও শালার ঘরের শালা! আজ শালাকে মেরে গন্ধর্ব্ব ছুটিয়ে দেবো।

(পদাঘাত ও বিকট চীৎকার করিয়া উড়িয়ার ক্রন্দন)

(পূর্ব্বোক্ত তিনজন উড়িয়ার সহিত অবনীর প্রবেশ)

অবনী। এ কি—দাদা যে? এ আবার কি ব্যাপার! রাসলীলা না রসলীলা হচ্ছে?

ভবা। আরে—শালা উড়ে ম্যাড়া—ভারি জ্বালাতন করেছে।

১ম উ। দেখো দেখো বাবু—হড়কট্টা গলি হৈকিরি—ইঠাঁই ভবানীপুরা অনিছি—

২য় উ। পাল্‌কিতে বসিকিরি মদ খাইছি——

৩য় উ। পাল্‌কি নোংরা করিছি——

১ম উ। আউর বলিছি অট্ঠ অনা ভড়া নেউ—আউর মারিকিরি পরাণ বাহির করিছি।

অবনী। যাঃ এই দুটো টাকা নে—যা পালা——

উড়েগণ। বাবুজি রজা হউ—সঁড়া খিঁচড়া অছি।

অবনী। পালা ব্যাটারা—

[উড়িয়াগণের প্রস্থান]

ভবানী। লাগাও শালা উড়িয়া কাঁহাকো—

অবনী। আর কাজ কি বীরত্ব জানিয়ে? ও উড়েদের সঙ্গে লেগোনা! এমন দামপো নয়; এই রাগিয়ে রাখ্‌লে—একদিন পাল্‌কিতে চড়িয়ে—দেবে একেবারে পাল্‌কিশুদ্ধ জলে ফেলে!

ভবানী। তা তুমি মাঝখান থেকে এ বেঁড় নবাবী কল্লে কেন? নানা করে দুটো টাকা যে ঝাড়লে, ওকি আমাকে দিতে হবে না?

অবনী। তা—না দাও নেই দেবে! কতদিকে কত বাজে খরচ কচ্ছি—না হয় মাতালের পাল্লায় পড়ে দুটো টাকা গেল!

ভবানী! কি? তুই যে আমায় মাতাল বল্লি?

অবনী। মাতালকে মাতাল বোল্‌বো না তো কি পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যেসাগর বোল্‌বো?

ভবানী। আমি মাতাল? আর তুমি কি?

অবনী। তোমার চাতাল? টাউরি খেয়ে পড়ে যার ওপর রোজ রাত্তিরে একবার অন্ততঃ গড়াগড়ি খাও।

ভবানী। ওঃ—ভারি সাধু আমার! তুই লুকিয়ে লুকিয়ে খাস না? মদ কোন্ শালা—না খায়? কেউ মরদ-বাচ্ছা—দেখিয়ে খায়—কেউ Coward মেনিমুখো—লুকিয়ে চুপি চুপি খায়!

অবনী। আমি তো দুর্ভাগ্যক্রমে ও দিল্লীকা লাড্ডু আজও ছুঁইনি! তবে তোমার মতে যদি পৃথিবীর লোকের চক্ষু এড়িয়ে ও রসপান করেই থাকি—সেটা তো আমার বাহাদুরী! আচ্ছা—যে জিনিষ খেয়ে হজম কর্ত্তে পারনা, একটু পেটে না দিতেই—তেবৃলাং কত্তে থাক—সেটা খাবার দরকার কি!

ভবানী। ফূর্ত্তি—ফূর্ত্তি—ফূর্ত্তি—রে ছোঁড়া! আজ আমার কি ফূর্ত্তি আর ঘণ্টা পাঁচসাতআট বাদে টের পাবি। আজ তোর রাত্রে নেমন্তন্ন—

অবনী। হাড়কাটার গলিতে নাকি?

ভবানী। হাড়কাটা কি মাসকাটা কি তোর পালা-কাটার গলিতে টের পাবে এখন Brother। ওরে অবা! শোন্ শোন্—আজ তোকে আমার নিদ্‌বর হতে হবে! হাজার হোক্—তুই আমার জ্ঞাতিভাই—

অবনী। তোমার নিদ্‌বর তো আমি হলে চল্‌বে না! একপাশে নেপাত্তড়ি আর একপাশে তোমার গদা চাকর;—

মাঝখানে তুমি সোণার চূড়ো—বর হয়ে বস্‌লে তবে না মানাবে ?

ভবানী। আচ্ছা—আচ্ছা—সন্ধ্যে হ'লেই বুঝবে বাবা ! তখন হাত পা ছুঁড়ে তুড়িলাফ মার্ত্তে হয় কি না দেখ্‌ব—

(হরি মিত্রের পেছনে চিঠি আঁটা সমেত প্রবেশ)

ভবানী। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌। মিত্তিরজা মশাই ! চলুন চলুন—ওপোরের ঘরে চলুন—

হরি। না—আমি আর বোস্‌বো না—আমার বিস্তর কাজ—এখুনি একবার টালায় যেতে হবে ! সেখানে আমার শ্বশুরের দু'ঘর কুটুম্ব আছে—তাদের খবর দিতেই হবে——

ভবানী। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—তাহ'লে সব প্রস্তুত তো ?

হরি। আমার সব প্রস্তুত—এখন তুমি বাবাজি একটু ঠিক হয়ে থাক্‌লেই হ'ল ! তোমার দু'দশজন বন্ধু বান্ধব—এই যে কজনকে পার—বলা কওয়া হয়েছে তো——

(ইত্যবসরে অলক্ষ্যে হরি মিত্রের পশ্চাৎভাগ হইতে হঠাৎ অবনীর পত্রখানি গ্রহণ)

ভবানী। আমার বন্ধুবান্ধব দু'একজন যাবে বইকি! তাদের কিন্তু আলাদা একটু খাতির কর্ত্তে হবে! হ্যাঁ—আর আমার ঐ ভাইটীও যাবেন।

অবনী। (পত্র পাঠ করিয়া স্বগত) এঁ্যা—একি? এ যে একেবারে Alladdin & আশ্চর্য্য প্রদীপ! একেবারে Mystries of the Court of London! আমারি চিঠি পাকে চক্রে আমারি হাতে? এঁ্যা? জয় ভগবান—তোমারি জয় জয়কার। [লম্ফ দিতে দিতে অবনীর প্রস্থান]

হরি। হাঁহে! এ ছোক্‌রা একেবারে আহ্লাদে নেচে উঠ্‌লো কেন বাবাজি?

ভবানী। ছেলে মানুষ! দাদার বিয়ে শুনে প্রাণে ফুর্ত্তি ঠেলে উঠেছে——

হরি। যাক্ বাবাজি—তুমি তাহলে প্রস্তুত হয়ে থেকো—আমি ঠিক সন্ধ্যের আগেই আস্‌ছি।

ভবানী। যে আজ্ঞে— [হরি মিত্রের প্রস্থান]

ভবানী। লেগে যা ওরে—বড় রগড়ই হবে বাবা! মাথাটা বড় ট'ল্‌ছে—দুটো বোতলের কম আর হাত পা Steady হবেনা—পিঁড়িতে দাঁড়াতে হবেতো? [প্রস্থান]

নবম দৃশ্য।

মাড়োয়ারী রমণীগণের গীত।

হরি নন্দ দুলালা হে!
আওল ফাগুনে তব সুখ হোরি!
জাগিয়ে রঙ্গিলা পকুথ প্রনদাসব—
উলাসো মাড়োয়ারা—গাওয়ে নাম তোরি!
হাঁকত ননদিয়া—বহুত যমুনা জল—
নাচত আহির বালা—বালক দল দল—
কুঙ্কুমে অঙ্গ পালে—লাল করি!!

দশম দৃশ্য।

হরি মিত্রের অন্তঃপুর।

(সম্প্রদান স্থান)

বরবেশে অবনী এবং বধূবেশে সুভাষিণী।

গিন্নি, প্রমোদা, সুহাসিনী, প্রতিবেশিনীগণ ও শরৎ।

শরৎ। এ সম্বন্ধের জন্যে এত কৌশলেরই বা দরকার কি? আমি তো অনেকদিন থেকে মনে মনে এটা স্থিরই করে রেখেছিলাম।

গিন্নি। কি কর্ব্বো বাবা শরৎ—তোমার মামা যে গোঁ ধরে বসেছেন—কাজেই এই রকম কেলেঙ্কারি কর্ত্তে হ'ল!

শরৎ। কেলেঙ্কারি কি? অবনীর মতন সুপাত্র আজ-কালের বাজারে যথার্থই পাওয়া যায় না! আমি তো মামাকে এ সম্বন্ধে অনেকবার বলিছি।

প্রতিবেশিনীগণ—আহা দিব্বি বর—দিব্বি বর! আলো করা জামাই হয়েছে?

গিন্নি। ভাগ্যে তোম্‌রা এসেছিলে মা—তাইতে কোন-দিক দেখ্‌তে শুন্‌তে হ'লোনা———

শরৎ। মামা কি ভবানীকে বর সাজিয়ে আন্‌তে বুড়ো হয়ে গেলেন নাকি? কিম্বা রাগ করে কোথাও চলে গেলেন———

অবনী। বাসাতেই আছেন! ভবানী দাদা একটু সন্ধ্যে হতেই বেঠিক্ হয়ে দিগ্বিদিক হারিয়েছেন কি না, তাই পথ দেখিয়ে খাড়া করে আন্‌তে দেরি হচ্ছে——

(হরিমিত্রের স্বরামত্ত বরবেশী ভবানীকে লইয়া প্রবেশ)

হরি। এঁ্যা একি—ব্যাপার কি? বড়বৌ—বলি কাণ্ডখানা কি?

গিন্নি। কার? আমার না তোমার?

হরি। আমি গেলুম্ বর আন্‌তে—আর তুমি মেয়ে-

মানুষ হয়ে মামা শালাকে খাড়া ক'রে আমার হুকুম না নিয়ে আমার মেয়ের বিয়ের কন্যা সম্প্রদান করা হচ্ছে ?

গিন্নি। আমি দশমাস দশদিন পেটে ধরেছি—তোমার চেয়ে মেয়ের ওপোর আমারও জোর কিছু কম নয়। লজ্জা করেনা ? এখনও লোক হাসাচ্ছ ? এমন সোণার চাঁদ পাত্র ছেড়ে নিজের জেদ বজায় রাখবার জন্যে একটা বিশ্ববয়াটে মাতালকে বর সাজিয়ে এনে নিজের মেয়ের গলায় ছুরি দিতে চাও ? ছি—ছি—ছি—তুমি হয়েছ কি ?

ভবানী। আমাকে এম্‌নি অপমান ? হরি বাবু ! আমি কিন্তু আপনার নামে নালিশ কর্ব্বো ! আমি তোমার গুষ্টিকে ধরে জেলে পুর্‌বো—হ্যাঁ—আমার এম্‌নি অপমান—(রোদন)

শরৎ। (গম্ভীরভাবে) ভবা ! যা—বাসায় গিয়ে শুয়ে থাক্‌গে যা—

ভবানী। কে—শরৎ দা ? দেখ একবার Insultটা দেখ ! আমাকে জোর করে তুলে চেলি কাপড় পরিয়ে এনে এখন হরি মিত্তির শ্বশুর শালা নিজের বুড়ি মাগ নেলিয়ে দিচ্চে——

শরৎ। (চপেটাঘাত করিয়া) চুপ কর Rascal—এটা ভদ্রলোকের বাড়ী—মাতলামির জায়গা নয়।

ভবানী। আচ্ছা শরৎদা—তুমি আমায় মাল্লে ? এই সব মেয়েরা সাক্ষী রইল ! কালই সব "শমন" দোবো—মাগী

মন্দ কাউকে বাছবো না—সব টেনে নিয়ে যাব—হ্যাঁ! আর নয়তো—আমাকে যা'হয় একটা বিয়ে দিয়ে দাও—আমি অপমান হয়ে যেতে পার্ব্বনা!

(বিন্দি ঝির প্রবেশ)

বি-ঝি। যে বাড়ীতে মাতাল মুখপোড়াকে ঢোকালে কে রে? এই বাবু হতচ্ছাড়া বুঝি? ওর সঙ্গে নিজেও বুঝি এক গেলাস টেনে এনেছে? দেখি দেখি—মুখের গন্ধ শুঁকে দেখি।

ভবানী। ওরে বাবা—সেই বিন্দি পুলিশ রে—দোহাই বাবা মাদী-পুলিশ—দোহাই বাবা——

বি-ঝি। চল্ মুখপোড়া মাতাল—তোকে গারদে বন্ধ করে রাখি চল্—

[ভবানীকে ধাক্কা দিতে দিতে বিন্দির প্রস্থান]

শরৎ। মামা—সত্যিই আপনি চিকিৎসা করান! নইলে কেন আপনার এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটলো? ভাবছেন—ছেলে যেমনই হোক, বিষয় আশয় খুব আছে—মেয়েটা টাকার ওপোর বসে সুখভোগ ক'র্বে? আমায় বিশ্বাস করুন—আমি কালই আপনাকে প্রমাণ দেখিয়ে দোবো, ভবানী বোসের নগদ টাকা এক কপর্দ্দকও নেই! বিষয় আশয় জমিদারী তিনবার বন্ধক প'ড়েছে! দু দিন বাদে সব নিলেমে উঠ্‌বে! ব্যস্—তখন ঐ ভবানী একেবারে পথের ভিখিরি।

হরি। বাবা! আমায় মার্জ্জনা কর। বড়বৌ! তোমরাও সকলে আমাকে মার্জ্জনা কর। দুষ্ট সরস্বতী আমায় ঘাড়ে চেপেছিল—আমি বুঝতে পেরেছি।

শরৎ। যাক্—এখন বাইরে চলুন। লোকজনের কাছে—একবার গিয়ে সকলকে খাতির যত্ন করুন—আমি পাত্রা কর্ব্বার ব্যবস্থা করি। [হরি মিত্র ও শরতের প্রস্থান]

প্রম। বাবা—ঘোমটার ভেতর হাঁপিয়ে মরি।

গিন্নী। ওমা পেনো—বর কনেকে বাসরে নিয়ে চল্—আমি জলখাবার নিয়ে আস্‌ছি—— [প্রস্থান]

প্রম। কি গো বর! আর বাদাম গাছে বাদাম পাড়তে উঠ্‌বে?

অবনী। রামঃ—এবার একেবারে ডাব পাড়তে উঠ্‌বো!

২য়। রসিক খুব! দুটো পাশ করা কিনা——

সুহা। মেজ দি! বরের কথা শুন্‌ছিস? খুব সাবধান—আপনার গণ্ডা ভুলিসনি যেন?

১ম। ওমা—সুহাতো খুব কথা শিখিছিস্। তুইও একটা বিয়ে করে ফেল্‌না লো—

সুহা। তেমন ঠিক মনের মতন পাচ্ছিনি দিদি! নতুন জামাই বাবুর ওপোরেও এক কাটী সরেস না হলে শ্রীমতী সুহাসিনী দাসীর মনে ধর্‌বে না।

প্রম। ওগো—আমি কয়নাক্স দিয়ে তৈরি করিয়ে আনিয়ে দোবো—তুই ভাবিসনি——

সুহা। দেখো দিদি—ছোট বোন্‌কে যেন ভুল না।

প্রম। চল সব—বাসর ঘরে যাই। এখানে আর পুঁজিপাটা নষ্ট করি কেন?

সুহা। দাঁড়াও—একখানা মিলনগান হোক্‌——

[সকলের প্রস্থান]

উজ্জ্বল দৃশ্য।

জেপ্লিনে চড়িয়া রঙ্গিনীগণের গীত।

উড়লো অই প্রেমের জেপলিন।
কোথায় কারে মজাবে তাই ক'স্‌তেছে দুরবীন্‌।
ভাবছ' কি আর—হও হুঁসিয়ার নাগরনাগরী—
বিষম জ্বালা—ছুট্‌বে গোলা বিমানবিহারী—
প'ড়বে বুকে লাগবে ঘা—
বাঁচবি যদি—সাম্‌লে যা;
লুকিয়ে থাকো—বেরিয়োনাকো—
চ'লছে বিষম ভয়ের দিন্‌।

যবনিকা।